| R.N N0. 2532/57 | Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ – জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং – 03483-264271
M- 9434637510

পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভু-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)

প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।।মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

১০১ বর্ষ ৩৭শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ২০শে মাঘ ১৪২১ ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ২০১৫ | নগদ মূল : ২ টাকা বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

বিধর্মীদের দাপটে শ্মশানের পবিত্রতা নষ্ট হলেও পুলিশ সম্পূর্ণ উদাসীন

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের সাহাজাদপুর শ্মশানে সংখ্যালঘুদের দৌরাত্ম্য বন্ধে দীর্ঘ দিন ধরে হিন্দুদের পক্ষে প্রশাসনের সমস্ত স্তরে আবেদন নিবেদন চলছে। খবর, শ্মশানের ব্যবহারে নিজ দখলীয় ও পাট্টাপ্রাপ্ত কিছুটা জায়গা ঐ গ্রামের সুবলচন্দ্র সিংহ দীর্ঘ বছর আগে ছেড়ে দেন। ঐ সময় থেকে সেখানে শবদাহ ও সমাধি প্রথা চালু হয়। কিছুদিন আগে পঞ্চায়েত থেকে ঐ এলাকায় নদীতে পারাপারের জন্য একটা ঘাট চালু হয়। এই সুযোগে এলাকার গাইসুদ্দিন সেখের ছেলে জেন্টু, সাহাবুল সেখের ছেলে লাখু দলবল নিয়ে শ্মশানের জায়গা দখল করে রাস্তার ধারে স্থায়ীভাবে বেশ কিছু দোকান ঘর তৈরি করে নেয়। এমনকি সুবলবাবুর জায়গার ওপর প্রাচীর তৈরীতে ওরা বাধা দেয়। সুবলবাবুর আশঙ্কা--তার পাট্টা দখলীয় জায়গার ওপর ওরা রাতারাতি বসতিও চালু করে দিতে পারে। এই পরিস্থিতিতে সুবলচন্দ্র সিংহের নেতৃত্বে এলাকার হিন্দুরা প্রশাসন ও পুলিশকে লিখিত আবেদন জানান। বর্তমান মহকুমা শাসক গোপনে ঘটনার তদন্তও করেন বলে খবর। ঘটনার অনুসন্ধানে জানা যায়, সাহাজাদপুর মৌজায় ৭৮৪ দাগের প্রায় ৪৭ শতক জায়গা, যার মধ্যে জবরদখলকারীরা

(শেষ পাতায়)

জঙ্গিপুর হাসপাতালে এখন যা চলছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : সকাল ৮টা থেকে সরকারী হাসপাতালগুলোতে আউটডোর চালুর নিয়ম থাকলেও জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে ১১টায় গেলেও আউটডোরে বেশীরভাগ ডাক্তার অনুপস্থিত থাকেন। প্রাইভেট প্রাকটিসের চাপে নিজের দায়িত্বকে নগ্নভাবে অবহেলা এখানে চলছেই। এদিকে সকাল থেকে দূর দূর গ্রামের বহু মুমূর্ষু রোগী এসে আউটডোরের টিকিট কেটে হা পিত্যেশ করেন। কোন কোন রোগীর আত্মীয়রা তিতিবিরক্ত হয়ে সুপারের ঘরে এসে এর প্রতিবাদ করলে ডাঃ মণ্ডল নির্দিষ্ট ডাক্তারকে ফোনে আউটডোরের কথা মনে করিয়ে দেন। কিন্তু তাতে কোন গুরুত্ব বোঝা যায় না। ১১-৩০/১২টার সময় অনেক ডাক্তার আউটডোর চালু করেন। এ ঘটনা প্রতিদিনের। ক্ষুব্ধ অনেক রোগীর আত্মীয়কে সুপার উপদেশ দেন--আউটডোরের একটা ছবি বা সিডি করে দরখাস্তসহ আমাকে দিন। তারপর আমি দেখছি এদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নিতে পারি। এই হাসপাতালে হাতেগোনা কয়েকজন বাদে সব ডাক্তারি রোগীদের নার্সিংহোমে ভর্তি হতে রীতিমতো চাপ দেন।

(শেষ পাতায়)

সংখ্যালঘু সেলের সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জের উমরপুর মোড়ে জাতীয় সড়কের পাশে ২৫ জানুয়ারী সংখ্যালঘু সেলের এক প্রকাশ্য জনসভা করলো বিজেপি। প্রধান বক্তা ছিলেন সংখ্যালঘু সেলের রাজ্য কমিটির সভাপতি শাকিল আনসারি। দীর্ঘ সময় ধরে কয়েক হাজার সংখ্যালঘুর সামনে তিনি যুক্তি ও প্রমাণ দিয়ে যা তুলে ধরেন তার সার সংক্ষেপ--প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দল মুসলমানদের বোকা আর তুরুপের তাস ভাবে। তাদের ভারত বিরোধী করে, জাতীয়তার মূল স্রোতে যাতে আমরা মিলেমিশে বাঁচতে পারি কোন দলই তা চায়

(শেষ পাতায়)

ভোটের মুখে তৃণমূলে ধস্

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর কলেজে তৃণমূলী শিবিরে ধস্ নামলো ঠিক ভোটের আগে। একাধিক নেতা মাতব্বরদের অসহযোগিতায় তিতিবিরক্ত দিশাহারা প্রায় শতাধিক ছাত্রছাত্রী তৃণমূলের আনুগত্য ছেড়ে বেরিয়ে এলেন খাইরুল আলম (রণি)-র নেতৃত্বে ২৮ জানুয়ারী। এই মুহূর্ত্তে তারা অন্য দলে যাবেন নাকি স্বাধীন কোনও মঞ্চ গঠন করে বাড়বেন তা এখনো ঠিক করেননি। অন্যদিকে ভাজপা সূত্রে খবর, পৌর ভোটের আগে ধস্ নামবে সি.পি.এম-কংগ্রেস এবং তৃণমূলে। এমন অনেক খবর অপেক্ষা করছে শহরবাসীর জন্যে, যাতে দেখা যাবে অনেক নেতা কাউন্সিলারও যোগ দেবেন বিজেপিতে। কয়েকজন গোপনে মহকুমার বিভিন্ন ব্লকে যোগাযোগ চালু রেখেছেন বলে জানা যায়। বিজেপি অএখনও এ ব্যাপারে মুখ খোলেনি।

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইকত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি ।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২০শে মাঘ, বুধবার, ১৪২১

।। রংদারি ।।

শান্তি ক্রেতব্য। অর্থাৎ শান্তি পাইতে হইলে টাকা ঢালিতে হয়। ক্রয় না করিলে, শান্তি অবিক্রীত থাকিলে, কষ্টের শেষ থাকে না। আতঙ্ককে নিত্যসঙ্গী করিতে হয়। আজকাল নানা দলের কল্যাণে 'দাদা' নামধেয় পুঙ্গবদের অভাব মোটেই নাই। বরং শাখাপ্রশাখায় ছড়াইয়া আছে সর্বত্র ; বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, অসম যেখানেই হউক না। তাঁহারা প্রচণ্ড দাপট লইয়া জনমনে 'সুনামি'র সঞ্চার করেন। প্রাণের দায়ে মানুষ দিশাহারা হইয়া পড়ে। বাঁচিবার উপায় : 'মেরা মাঙ্গ পুরা করো।' যাহা চাহি, তাহা নির্বিবাদে দাও।

দেশে রাজনৈতিক দলের অভাব নাই ; অভাব নাই তৎসংশ্লিষ্ট 'দাদা'-দের। এই 'দাদা'দিগকে চাহিদামত অর্থ প্রদান করিতে হয়। ইহার নাম 'দাদাগিরি'র ট্যাক্স। এই ট্যাক্স দিতে আপত্তি করিলে বা আদৌ না দিলে 'হাপিস' হইতে হয়। যেখানে যে দলের প্রভাব বেশী, সেখানে সেই দলের 'দাদা'-রা সক্রিয়। কংগ্রেস, তৃণমূল, বিজেপি, সিপিএম যাহাই হউক না কেন। নির্বাচন, ভোট প্রভৃতি তাঁহাদের মর্জির উপর চলে। ক্ষেত্রবিশেষে দাদাগিরির নাম 'রংদারি'। শান্তিতে বসবাস করিতে হইলে দেশের বিভিন্ন শহরের মহল্লায় ধার্য কর দিতে হয়। প্রতিবাদ অচল। প্রাণ চলিয়া যাইবে। ভোট আসন্ন হইলে আতঙ্কের মাত্রা চড়িয়া যায় ; কেননা 'রংদারি'-র পরিমাণ বাড়িয়া যায়। তাহা মানিয়া না লইলে গ্রাম-ছাড়া, পাড়া-ছাড়া হইতে হয়। ফসলের জমি ফসলহীন হয় ; ঘরে তোলা ফসল আগুনে পুড়ে।

'বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।' দেহ প্রাণহীন হইয়া রাস্তায় পড়িয়া থাকিলে নর-শকুনদল 'আমার পার্টির' বলিয়া হাঁক-ডাক শুরু করিয়া দেয়, উপযুক্ত স্থানে দরবার করিতে তৎপর হয়। বাঁচা-মরা সব-সমান, কোথাও শান্তি নাই। ইহার উপর আছে বন্‌ধ এর পালা। আজকাল বন্‌ধ এর সংখ্যাধিক্য এমন হইয়াছে যে, বিষয়টি দিন দিন গুরুত্ব হারাইতেছে। সুতরাং শান্তি পাইতে হইলে সুনামির আহ্বানই একমাত্র পথ।

চিঠিপত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

ঝাঁকসুর আবক্ষমূর্তি বসানো হোক

আলকাপের ওস্তাদ আলকাপ সম্রাট ঝাঁকসু ওরফে ধনঞ্জয় মণ্ডল জঙ্গীপুর পৌরসভার ৮নং ওয়ার্ডভুক্ত ধনপতনগরের সু-সন্তান। তাঁর অলিখিত কাব্য প্রতিভা, নাট্য ব্যক্তিত্ব ; কবিয়ালী ঢং এ গান তাৎক্ষণিক মুখে মুখে ছড়া ও কাপ বাংলার লোকসংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে। সাহিত্যিক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের "মায়ামৃদঙ্গ" উপন্যাস, ডঃ শক্তিনাথ ঝাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থ "ঝাঁকসু", তুলসীচরণ মণ্ডলের 'আলকাপ সম্রাট ঝাঁকসু' জীবনীগ্রন্থ ; ডঃ দীলিপ ঘোষের "বাংলার লোকনাট্য ও আলকাপ"; ডঃ ফণি পালের "আলকাপ" ডঃ সুনীলচন্দ্র মণ্ডলের "পশ্চিমবঙ্গের চাঁই সমাজের ভাষা সাহিত্য-সংস্কৃতি" প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। এহেন প্রবাদপ্রতীম আলকেপে ঝাঁকসুর একটি আবক্ষ মূর্তি রঘুনাথগঞ্জে কংগ্রেস অফিসে বাক্সবন্দি। সেটা অনতিবিলম্বে ধনপতনগরে প্রতিষ্ঠা করে একজন গুণীকে সত্যিকারের সম্মান দেখানো হোক।

বিনীত

ধনপতনগর গ্রামবাসির পক্ষে

তুলসীচরণ মণ্ডলসহ চোদ্দজন

সুপথের সন্ধানে

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

"দু'নৌকায় দিয়ে পা, মাঝ দরিয়ায় ডুবে যা।"--অবিশ্বাসী অস্থিরমতি "সুবিধাবাদী"র ভাগ্য-বিপর্যয়ের ইহাই করুণ দৃশ্য ও অবধারিত পরিণাম। মনের স্থৈর্যের অভাবেই প্রধানতঃ এরূপ 'দুমনাভাব' ঘটিতে দেখা যায়। দুরদর্শিতা ও সৎপ্রভাব এবং চিন্তাশক্তি সংযমীর ভাগ্যে নাই। 'মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ' এই ঋষিবাক্যে মহাসত্য নিহিত। স্থূলের সেবায় মত্ত মন তাহার খেয়াল রাখে না। জীবনীশক্তি থাকিলে তবে ইন্‌জেকসনাদি প্রয়োগে চিকিৎসক রোগীর প্রাণরক্ষা করিতে পারেন নচেৎ সমস্ত চেষ্টাই বিফল হয়। গৃহে শূন্য ভাণ্ডার, অথচ উপাদেয় খাদ্য ভাগ্যে জুটিবে--এরূপ ধারণা বিকৃত মস্তিষ্কের লক্ষণ। সন্ন্যাসী, গৃহী, ব্রহ্মচারী, যুবক, বৃদ্ধ প্রভৃতির বীর্যরক্ষা সম্বন্ধে শাস্ত্রে বহু উপদেশ আছে এবং অসংযমের কুফল সম্বন্ধেও সতর্কবাণী আছে। গায়ে রক্ত না থাকিলে বা জমা অপেক্ষা খরচ হইলে বা অপব্যয় করিলে সর্বপ্রকারে 'দেউলিয়া' হইতে হয় ও তাহা সর্বনাশের কারণ হয়--ইহা সকলেই জানেন তথাপি মোহবশতঃ এবং কুসংসর্গের প্রভাবে মনকে সংযত করিবার উপদেশগুলির পালনে আমরা প্রায়ই যত্নবান্ নহি, আবার এক শ্রেণীর ধারণা এরূপ সংযম পালনে সুখভোগে বাধা হয়। ফলে জীবন সংগ্রামে দুর্বলের পরাজয় অনিবার্য। হাতবোমা, 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' ধ্বনি বা ভোটের জয়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। বরং অপমৃত্যুই সবক্ষেত্রে দেখা দেয়। উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত না হইলে এবং অধ্যবসায় পরিশ্রম চিন্তাশক্তি প্রয়োগ না করিলে সুফলের আশা বৃথা। প্রাণশক্তি না থাকিলে কে পুরুষকার করিবে ? উচ্চ ধারণাশক্তিই বা কিরূপে মনে জাগিবে ? মা দুর্গার পূজা করি শক্তি সঞ্চয় জন্য। কিন্তু আজকাল পূজাবাড়ী মানে প্রায়ই অসংযমের লীলাক্ষেত্র---ইহাই বাস্তব চিত্র। মনে শ্রদ্ধা ভক্তির প্রায়ই অভাব---কেবল ইন্দ্রিয়ের তরল আমোদেই শক্তি ক্ষয়। তাই সংযম শ্রদ্ধার সেবার নামে উচ্ছৃঙ্খলতা অভ্যাস করিলে মা কিরূপে শক্তিমান্ করিবেন ? কিরূপে ভাগ্য ভাগ করিবেন ? ছেলে যদি বাবা মা ও শিক্ষকের উপদেশ অবহেলা করে তবে জীবনে সুফলের আশা করা যায় কি ? ইহা সহজ সরল সত্য হইলেও প্রায় তাবৎ আবাল-বৃদ্ধ বনিতা আজ মনখুসী উন্মাত্ততাতে বিভোর। কোন অভিজ্ঞতার কথা কানে নিতেও প্রস্তুত ও

(পরের পাতায়)

।। আচ্ছা দিন ।।

হরিলাল দাস

আপনি কি এই শীতে কাঁপছেন, শীত বস্ত্রের অভাব ? তাতে ঝিরঝিরে বৃষ্টি। ভাবছেন আচ্ছা দিন রে বাবা ! ঢাউস বাক্সে জগঝম্প বাজিয়ে সুভাষদ্বীপে চলেছেন কানে তালা, বুকে কাঁপন লাগিয়ে তাদের পৌষ মাস। এবং তাদেরও আচ্ছা দিন। আচ্ছা দিনের রকম ফের।

সারা ভারতে সারা জাগিয়ে মোদিজি এক লম্ফে দিল্লি দখল করে নিলেন। তিনি নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন--আচ্ছা দিন আনবেন। এবং তা এনেছেন। প্রধানমন্ত্রীর শত দিবসের সমীক্ষায় দেখালেন--তিনি আচ্ছা দিন এনে দিয়েছেন। বিরোধীরা ক্ষীণমান স্বরে চিঁ চিঁ করে বলছেন--এই কি আচ্ছা দিন, সুসময় ? জীবনদায়ি ১০৮টি ওষুধের মূল্যে নিয়ন্ত্রণ তুলে দিবা মাত্র সেই দাম বেড়েছে শতগুণ। কথাটা যাচাই করতে চান ? একটি চোখের ওষুধের নাম--এটার দাম আগে কি ছিল আর এখন কি হয়েছে জেনে নিন।

আচ্ছা দিন। আমরা দাম যোগাতে কাঁপছি। কিন্তু ওষুধ তৈরির কোম্পানীগুলো কেমন হাস্যবদনে দাম বাড়াচ্ছেন---কী সুদিন! তাদের জন্যে আচ্ছা দিন এসেছেই তো--নিয়ন্ত্রণহীন।

প্রধানমন্ত্রী ঝাঁটা ধরলেন---স্বচ্ছভারত অভিযান। পথের ধূলি উড়ে আমাদের চোখে আঁধি। এই দেখে বিশ্বব্যাঙ্ক এক শত হাজার মার্কিন ডলার দানিলেন ভারতকে। কী আপনার বাড়ির পাশে আর আবর্জনা জমে পচে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে ? এই তো আচ্ছা দিন।

জমি অধিগ্রহণ অধ্যাদেশ। সই করে দেবার পর রাষ্ট্রপতি জ্ঞান দিলেন--এসব গণতন্ত্রের পক্ষে ক্ষতিকর। দূরদর্শনে মোদিজির মুখে সেই হাসি আচ্ছা দিন আ গিয়া। জমি বেচে দিন। শিল্পপতি কিনে নেবেন। কিন্তু শিল্প না-করে যদি সেই জমি দশ বছর পর বিশ গুণ বেশি দামে বেচে ফেলেন তা তো শিল্পপতি পারবেনই। জমি দাতার আচ্ছা দিন যেমন---জমি ক্রেতার আচ্ছা দিন তার থেকে অন্য। টাকা যার মুনাফা তার।

মার্কিন মুলুক মালিক মুচকি হেসে চুইংগাম চোষে প্রধান অতিথির আসরে বসে। বিরোধীরা দিপ্ দিপ্ করে বলছে---এই কি আচ্ছা দিন ? মোদিজির গায়ে যে কুর্তা তার দাম না কি কয়েক লাখ টাকা। তাতে সোনার জরি দিয়ে নক্সা করে লেখা---ইংরেজি বর্ণাক্ষরে---নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদি--ঝিকমিক করে। আরে মশাই, আপনি এই শীতে গরম কাপড়ের অভাবে কাঁপছেন, আর ভাবছেন--এই কি আচ্ছা দিন! কিন্তু কাগজে বেরিয়েছে রাঁধুনির নাতি রাষ্ট্রপতি হয়েছেন,চা-ওয়ালা হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী--সকলেই চেষ্টা করতে পারেন। আগে কি ভেবেছিলেন ? তো এখন ভাবুন--সমাগত আচ্ছা দিন সকলের জন্যেও সমান নয়। এক এক জনের এক এক রকম অচ্ছা দিন। এখন থেকে এটাই মেনে নিন।

(চলতে পারে)

আধুনিক বাংলা গানের চড়াই-উৎরাই

---সাধন দাস

বাংলা আধুনিক গানের একটা সোনালী অধ্যায়কে যে চিরকালের জন্য আমরা পেছনে ফেলে এসেছি--একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। গত শতাব্দী শেষ হবার দু'দশক আগেই সেই স্বর্ণচাপা গানের দিন মরীচিকার মতো বিলীন হয়ে গেছে। এখন কদাচিৎ সেই সব দিনের গান অতিক্রান্ত বসন্তের কোকিলের বিরল ডাকের মতো চকিতে শোনা যায়।

গানের প্রসঙ্গ উঠলেই আজকের প্রজন্মকে বলতে শুনেছি--'সে যুগের গানের মধ্যে সমকালের কোনো ছায়া পড়ে নি কিম্বা 'তুমি আর আম'র প্যানপ্যানানিতে ভরা বড্ড জোলো লিরিক কেমন করে যে এতদিন বেঁচে থাকলো--ভাবতে অবাক লাগে। একসময়ের স্বর্ণালী সেইসব গানে বুঁদ হয়ে থাকা (এখনও ভীষণ দূর্বল) এই পরিণত 'আমি' কথাটা নিয়ে ভাবতে বসলে দেখি, অভিযোগটা খুব একটা মিথ্যা নয়।

বাংলা কবিতা যেখানে স্বপ্নমগ্ন রবীন্দ্রপ্রভাব মুক্ত হয়ে বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশের হাত ধরে তিরিশের দশকেই সাবালক হয়ে উঠেছে, বাংলা গান সেখানে আরও অর্ধশতাব্দীর বেশি ধরে কেমন করে অতি-রোমান্টিকতার অনুবর্তন করে চললো, তা তো কোনদিন ভেবে দেখিনি। ভিয়েতনামে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, পশ্চিমবঙ্গে নকশাল আন্দোলন, রাষ্ট্রপতি শাসন, খাদ্য আন্দোলন,পুলিশী অত্যাচার, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু, উদ্বাস্তু সমস্যা--কোনো অস্থিরতাই কি বাংলা আধুনিক গানকে স্পর্শ করে নি ?

তাছাড়া 'তুমি যে আমার ওগো তুমি যে আমার'--জাতীয় গানের তালিকা খুব একটা খাটো হবে না, যেগুলির লিরিক সত্যিই বড় অগভীর ও হালকা। তবুও তো একথা ঠিক, পঞ্চাশ থেকে আশির দশক পর্যন্ত একটা দীর্ঘ সময় সঙ্গীতপ্রেমী আপামর বাঙালি একটা ঘোরের মধ্যে আচ্ছন্ন ছিলো। বাহ্যিক অস্থিরতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বাংলা গানেই কি বাঙালি আশ্রয় খুঁজেছিল, নাকি রাজনৈতিক ও সামাজিক উত্তাপ গড় বাঙালির গায়ে কোনো আঁচ ফেলতেই পারেনি ? মোট কথা, এত দীর্ঘ সময় কোন্ যাদুবলে মুগ্ধ ছিল বাঙালি ? লিরিকের দৈন্য কি ছাপিয়ে উঠেছিল সুরের সম্পদ ? এই কৃতিত্বের সবটুকুই কি প্রাপ্য ক্ষণজন্মা সুরকার হিমাংশু দত্ত, অনুপম ঘটক, নচিকেতা ঘোষ, অমল চট্টোপাধ্যায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শচীনদেব বর্মনদের ? এই সময়েই এক স্বতন্ত্র ঘরানা সৃষ্টি করে আপন জায়গা দখল করে নিয়েছিলেন সলিল চৌধুরীও।

সেকালের বাংলা গানের সুর কি সেকালের জীবন নিঃসৃত ছিল না ? যে-সুর বাজলেই শরৎ-হেমন্তের চাঁপারং দুপুরের রোদে একটা মন কেমন করা ভাল-লাগা ঢেউ জাগত ! তেল-কুচকুচে কালো রঙের গোল গোল গ্রামোফোন রেকর্ডগুলো যখন স্বপ্নের সওয়ারি হয়ে রেকর্ডের দোকান থেকে ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ত, তখন কি সমকালের কথা বাঙালির মনে থাকত না ? পুজো-প্যাণ্ডেল থেকে রেডিওর অনুরোধের আসর আচ্ছন্ন করে রাখত প্রতিমা, নির্মলা, আরতি, তরুণ, হেমন্ত, শ্যামল, মান্না, মানবেন্দ্র, লতা, আশা, সন্ধ্যা, আরো কত নাম। আরও অনেক নাম বিস্মৃতির অন্ধকারে আবছা হয়ে গেছে। যেমন গায়ত্রী বসু, অমল মুখোপাধ্যায়, বাচ্চু রহমান, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, মৃণাল চক্রবর্ত্তী, বিশ্বজিৎ, বাসবী নন্দী, আরতি বসু, বাণী ঘোষাল, সনৎ সিংহ, গোরাচাঁদ মুখোপাধ্যায়, জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, শ্রাবন্তী মুখোপাধ্যায়, রাণু মুখোপাধ্যায় এমনি অরো কত। নব্বই এর দশক থেকে গ্রামোফোন রেকর্ডের রাজত্ব শেষ হলে অডিও ক্যাসেট যখন বাজারে এলো, তখন থেকেই কণ্ঠকে যন্ত্রস্থ করার প্রক্রিয়াটি আরো সহজসাধ্য হলো। ব্যবসাটাও আর.এইচ.এম.ভি-র মনোপলি থাকলো না। সেই সঙ্গে কণ্ঠ বা সঙ্গীত নির্বাচনের ক্ষেত্রে আর শুদ্ধতা রক্ষার দিকেও নজর দেওয়া হল না। কমপ্যাকট ডিস্কের এম.পি.থ্রি-তে শতাধিক গানের সম্ভার নিয়ে সহস্রাধিক শিল্পী হাজির হল। সেই বহু বিচিত্রের মধ্য থেকে উঠে জায়গা দখল করলো জীবনমুখী, রিমেক, রিমিক্স, ব্যাণ্ড, আরও নানান গায়নশৈলী। প্রতিযোগিতার বাজারে ব্যবসায়িক সাফল্য পেতে যদি দিনে পঞ্চাশখানা গান যন্ত্রবন্দী করা হয়, তাহলে তার গুণগত মান তো কমবেই। এই জগাখিচুড়িতে এই প্রজন্মের কান "পেকে" গেছে বলে এবং বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের পাশ্চাত্যপ্রভাবিত জগঝম্পের দৌরাত্ম্য আমাদের তরুণ প্রজন্মের রুচিকে একটা স্থায়ী 'শেপ' দিয়ে ফেলেছে বলে, ষাট-সত্তর দশকের বাংলা গানকে তারা অনুভবগম্যতার আওতায় আনতেই পারে না। হালের শিল্পীর গলায় রিমেক গানের প্রতি আকর্ষণ দেখেই বোঝা যায় যে অতীতের গানগুলির মধ্যেই প্রকৃতিগতভাবে লুকিয়ে আছে বাঙালি মানসের প্রাণভোমরা।

যেওনা শীত--আরো একটু থাকো

শান্তনু সিংহরায়

পৌষ-মাঘ বাংলা সন অনুযায়ী শীতকাল হলেও, শীত মানে জানুয়ারী মাস। জানুয়ারী অর্থাৎ নতুন করে বছর। চারিদিকে হইচই, আনন্দমুখর পরিবেশ। স্কুলের পরীক্ষার পর পড়াশুনার চাপ কম। বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, অনুষ্ঠান, চড়ুইভাতি, সেমিনার। শীত জাঁকিয়ে পড়েও মাঝে মাঝে লুকোচুরি খেলছে। রং বেরং-এর পোষাক। হাসিখুশি বাঙালী। সুযোগ বুঝে সাধ্যমতো ছোট খাটো ট্যুর। রাজনৈতিক দাদারা ব্যস্ত কর্মসূচী রূপায়ণে।

ফার্ষ্ট জানুয়ারী অর্থাৎ নিউইয়ার্স ডে, ১২ জানুয়ারী বিবেকানন্দের জন্মদিন, ২৩ জানুয়ারী নেতাজী, ২৬ জানুয়ারী প্রজাতন্ত্রদিবস, মধ্যে ২৪ এবং ২৫ সরস্বতী পুজো। সারা জানুয়ারী উৎসবময়। গ্রাম বাংলার বাঙালী ব্যস্ত পিঠে, পুলি, পাটিসাপটা, পালো তৈরীতে। আজকের 'মা' এসব করতে জানেন তো ? না কি বাব্বা, অনেক ঝামেলা বলে পাশ কাটিয়ে যান। একুশ শতকের ইন্টারনেট যুগে মনপসন্দ খানা ঐ সব পিঠে-পায়েস, নাকি ব্যাকডেটেড বলে তাচ্ছিল্য করা। নলেন গুড়ের প্রতিটি 'আইটেম' বড়ই প্রিয়। বাটিভর্তি পায়েস, থালাভর্তি পালো খাওয়ার দিন কি শেষ হয়ে আসছে 'আধুনিকা রমনী'দের জন্য। রসনা তৃপ্তিতে মাঝে মাঝে নষ্টালজিক হয়ে পড়ি। বেগুন, মূলো-আলু-বড়ি পালংশাকের আদাবাটা দিয়ে গরম গরম ঝোল এখনও জিভে জল আনে। টিনের পাত্র মাথায় খেজুরগুড়ের ফেরিওয়ালার ডাক। বাবার নির্দেশে ছুটে যায় গুড় কিনতে। পিছনে দুই আত্মজ। বর্তমানকে আঁকড়ে অতীত--ভবিষ্যতের মেলবন্ধন। বেশ উপভোগ করি। আদাবাটা দিয়ে কলাই ডাল, সঙ্গে পোস্ত ছিটিয়ে ছোট ছোট আলু ভাজার স্বাদ কি ভোলা যায় ? 'শীত মানেই চড়ুইভাতি/শীত মানেই ছুটি/শীত পড়লেই আমরা সবাই/নষ্টালজিয়ায় ফুটি।' যতই হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা হোক। ঋতুতে চেটে-পুটে ভোগ করবার সময় শীতকাল। বিপ্লবী কথায় হ্যাভ-নটদের দূর্দশা-কষ্ট অবশ্যই হয়, কিন্তু শুধূই কি শীতে ? তাদের কষ্ট চিরকালীন।

সুপথের সন্ধানে .....(২ পাতার পর)

নহেন--ইহা অতিরঞ্জিত সত্য নহে। 'হা অন্ন' অবস্থা জন্য কেহ দুনিয়ার বাবাকে, কেহ জগন্মাতাকে দোষী করিতেছেন--অথবা অন্তর্দৃষ্টি নাই, সাবধান হইবার কোন লক্ষণ নাই বরং আরও উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়া মনের সাধনাকে সুদুর পরাহত করিতেছেন। আগে 'পুজি' চাই--তারপর মনের ইচ্ছানুসারে 'সংগ্রহ' সম্ভব। তাই গোড়ার কথাই সংযমসাধনা, তাহা বাদ দিয়া মনকে কোনও কাজে লাগান সম্ভব নহে। নিস্তেজ মন 'হায় কপাল' বলিয়া মৃত্যুবরণ করিলেই তাহা পুরুষকার বা শরণাগতি নহে। উহা ক্লীবত্ব বীরই বাঁচা মরার শক্তি রাখে ও বীরত্বের পুরস্কার পায়। প্রত্যেক চিন্তা ও কার্যেই সংযম প্রয়োজন, তাহাতেই সুখের উৎপত্তি--উহা 'পায়ের বেড়ী' নহে, কারণ উহাই 'পুজি' বা মূলধন দিবে তবে মন 'বাসনার কারবার' খুলিতে সমর্থ হইবে। তারপর বিবেচ্য 'কোন কারবারে লাভ বেশী।' অর্থাৎ শক্তি অর্জন হইবে--(যেমন, হাতে টাকা জমিলে) কিসে ব্যয় করা আবশ্যক বা উচিত তাহা বিবেচ্য। জাতিকে গোড়ার গলদ সংশোধন করিতে হইবে। তারপর 'এটা চাই, ওটা চাই' চিন্তা। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য।' দেশের দুর্দশাই শক্তিহীনতার দ্যোতক। আত্মশক্তি জাগ্রত করা চাই তবে আত্মবিশ্বাস আসিবে এবং মন সদাসদ্ বিচারে সমর্থ হইবে। আর যতই শক্তিমান্ হইবে ততই দূরদর্শিতা বৃদ্ধি পাইবে এবং বেশী সুখপ্রাপ্তি উদ্দেশ্যে নিকৃষ্ট বাসনা হইতে উৎকৃষ্ট বাসনায় মন বসিবে।

বিধর্মীদের দাপটে শ্মশানের .....(১ পাতার পর)

প্রায় ৫ শতক জায়গা দখল করে পাকা দোকানঘর তৈরী করে নিয়েছে। শ্মশানের ব্যবহৃত বাকি ফাঁকা জায়গার কিছুটা মলত্যাগে ব্যবহার করছে। সমাধির ওপর ছাগল চড়ছে। এলাকা জুড়ে একটা সাম্প্রদায়িক বাতাবরণ তৈরী করা হয়েছে। জানা যায়, সুবলবাবুর ছেলে গত ২০ নভেম্বর ২০১৪ এর সুবিচার চেয়ে জঙ্গিপুর আদালতে একটি মামলা দায়ের করেন। তার প্রেক্ষিতে আদালত রঘুনাথগঞ্জ থানার আই.সিকে ঘটনার গুরুত্ব অনুধাবন করে, সব কিছু পর্যবেক্ষণ করে ২১ জানুয়ারী ২০১৫-র মধ্যে রিপোর্ট পাঠাতে নির্দেশ দেয়। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন রিপোর্ট নাকি আই.সি পাঠাননি। বিপক্ষ দলের লোকজন থানায় বিশেষ পরিচিত। তাই পুলিশ এই ঘটনায় সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয় বলে অভিযোগ। অন্যদিকে গ্রামবাসী সূত্রে জানা যায়, গঙ্গা তীরবর্তী শতাধিক বছরের প্রাচীন ঐ শ্মশানে আশপাশের বেশ কয়েকটি গ্রাম বাদেও লালগোলা থেকেও শবদাহ করতে বা সমাধি দিতে অনেকেই এখানে আসেন। পাশেই শ্মশানকালী মন্দির। ভক্তদের আন্তরিক ইচ্ছায় মন্দিরটিকে দৃষ্টি নন্দন করা হয়েছে। প্রতি বছর রটন্তী কালীপুজোয় প্রচুর ভক্ত সমাগম হয় সেখানে। বর্তমানে পরিবেশটা ঘোরালো করে প্রশাসন ও পুলিশের একাংশের হাত ধরে দুস্কৃতীরা ইচ্ছে মতে কাজ করে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, ঐ জায়গার পাট্টা দেন রাজ্যপাল। তাঁর পক্ষে সই করেন স্থানীয় মহকুমা শাসক ও ভূমি দপ্তরের আধিকারিকরা। তাই সুবল সিংহের অসহায় হওয়ার কোন কারণ নেই। প্রদত্ত পাট্টা তার দখলে রাখার দায়িত্ব সম্পূর্ণ রাজ্য সরকারের। তাঁর জায়গা দখল মানে প্রশাসনকেই চ্যালেঞ্জ করা। নবাগতা মহকুমা শাসক সক্রিয়ভাবে এই ঘটনার নিষ্পিত্তি না করলে বা সাবলীলভাবে সংখ্যালঘুদের জুলুম চলতে থাকলে একটা বড় ধরনের সংঘর্ষেপ্রাণহানিও হতে পারে। এর দায়দায়িত্ব তখন প্রশাসনের ওপরেই পড়বে। এলাকার লোকজনের কথাবার্তায় তারই ইঙ্গিত মেলে।

জঙ্গিপুর হাসপাতালে .....(১ পাতার পর)

নেহাত অসহায় দরিদ্রদের হাসপাতালে চিকিৎসা হলেও কুকুর বেড়ালের মতো ব্যবহার করেন ডাক্তাররা এদের সঙ্গে বলে অভিযোগ। সিজার করতে গিয়ে ডাক্তারের অবহেলায় বহু গর্ভবতীর প্রাণ যায় হাসপাতালে হামেশায়। কে এর খবর রাখে। হৃদয়হীন ডাক্তাররা এখানে পয়সা ছাড়া কিছু বোঝেন না। এদের গায়ে হাত পড়লে তখন ডক্টরস্ এসোসিয়েশন অন্য কথা বলে। সত্য ঘটনাকে চাপা দিতে চিকিৎসা বয়কটের হুমকী দেয়। পুলিশকে হাত ধরে অপরাধীদের শাস্তির ধারা বার করে এরা।

বিজেপির সংখ্যালঘুর সভা .....(১ পাতার পর)

না। একমাত্র ভাজপা এই অভিশাপ থেকে জাতিকে মুক্তি দিতে পারে। ভাই ভাইকে পৃথক রাখার রাজনীতির নোংরা খেলায় না মেতে শাকিল সুস্থ রাজনীতি করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আমাদের প্রধানমন্ত্রী মোদিজী কখনও মুসলমানদের পাকিস্তানে পাঠানোর কথা বলেননি। এসব অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। মোদিজী--প্রত্যেক মুসলিমকে এক হাতে কোরাণ, অন্য হাতে কম্পিউটার ধরতে আবেদন জানান। এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংখ্যালঘু সেলের সাধারণ সম্পাদক আলি হোসেন প্রমুখ। শাকিল আনসারি আসন্ন পুর ভোটে সংখ্যালঘু ওয়ার্ডগুলোতে প্রচারে নামলে ফলাফল কি হবে বলা যায় না।

सत्यमेव जयते

Govt. of West Bengal
Office of the Child Development Project Officer
Farakka I.C.D.S Project, Murshidabad

Memo No. 4o/I.C.D/Fkk Date:-2.2.2o15

Tender Notice

sealed tenders are hereby invited for carrying of Food stuff & others, storing of Food stuff & others, supply of Plastic Table Chair, Plastic sitting mats for 353 nos. of Awcs of Farakka I.C.D.S Project. Tender form alongwith 'Terms & Condition' will be made available from Office of the Child Development Project Officer showing the treasury receipt copy of Rs.5o/-per form. The form will be issued from 1o.2.15 to 2o.2.2o15. from 12 noon to 3 PM. Tenders will only be considered for same nature of works under Govt. Concerns/Offices only. Credential of Rs.2,oo,ooo/-in last two financial years for carrying of food in any Govt. office, Credential of Rs.1,oo,ooo/-in last two financial years for storing of food & Credential of Rs 2,oo,ooo/- for supply of office furniture or Awc furniture/ - in last two financial years for supply of Awc furniture will be produced at the time of issue of forms.

Child Development Project Officer
Farakka I.C.D.S Project Office

জঙ্গিপুরের গর্ব

আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না।

জঙ্গীপুর গিনি হাউস

শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম

গহনা ক্রয়ের উপের ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যা।

আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন - ৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।